61

দৈনিক সংবাদ
22 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ঢাঃবিঃ সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ২৯ মে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ২৯শে মে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত 'নীল', বিএনপি ও জামাত সমর্থিত 'সাদা', নিরপেক্ষতার দাবিদার 'গোলাপী' এবং জামাতের সমন্বিত 'আরো একটি সাদা' মোট ৪টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। গত মঙ্গলবার তারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন এবং ওই দিনই ছিল প্রত্যাহারের শেষ দিন।

সাদা দলের এ বিভক্তি ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে 'নীল' দলের অধিকাংশ পদে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস এখন মুখরিত শিক্ষকদের পদচারণায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ২০ নং ধারার ১ এর 'এল' ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিনেটের অংশ হিসেবে এ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন। এ ধারা অনুযায়ী ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধিকে শিক্ষকদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। শিক্ষক প্রতিনিধিসহ সিনেটের মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১০৮ জন। তবে একাডেমিক পরিষদ কর্তৃক মনোনীত অধিভুক্ত ও প্রতিনিধিত্বকারী কলেজের ৫ জন অধ্যক্ষ এবং কলেজসমূহের ১০ জন কলেজ শিক্ষক প্রতিনিধির পদগুলো শূন্য থাকায় বর্তমান সিনেট সদস্যসংখ্যা ৯৩ জন। ২৯শে মে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ভোট গ্রহণ হবে। নির্বাচন পরিচালনা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম শামসুল হক। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি ৩ বছর পর পর। প্রত্যেক ভোটার (শিক্ষক) ৩৫ জন শিক্ষককে একটি করে ভোট দিতে পারবেন। যে সমস্ত শিক্ষক দেশের বাইরে বা ছুটিতে রয়েছেন তারা ভোট দিতে পারবেন না। সে হিসেব অনুযায়ী বর্তমান ভোটার সংখ্যা ৯৩৫ জন।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দল থেকে যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক ডঃ এটিএম জহরুল হক (অর্থনীতি), অধ্যাপক স ম ইমামুল হক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), অধ্যাপক ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনুজীব), অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবদুল মান্নান, অধ্যাপক ডঃ মোঃ মোস্তফা চৌধুরী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), অধ্যাপক ডঃ মোঃ হোসেন মনসুর (ভূতত্ত্ব), অধ্যাপক ডঃ মোঃ শাহাদাত আলী (প্রাণিবিদ্যা), ডঃ সহিদ আখতার হুসাইন (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), অধ্যাপক শান্তি নারায়ণ ঘোষ (হিসাববিজ্ঞান), অধ্যাপক সুলতানা শফিক (পদার্থ), অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, রফিকুল্লাহ খান (বাংলা), ডঃ রাজীব হুমায়ুন কবীর (ভাষাতত্ত্ব), মিস জিনাত হুদা (সমাজবিজ্ঞান) প্রমুখ।

সাদা দলের যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার (পদার্থ), অধ্যাপক আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ (বাংলা), অধ্যাপক এ কে এম সিরাজুল ইসলাম খান (অনুজীব বিজ্ঞান), ডঃ নজরুল ইসলাম (মনোবিজ্ঞান), মোঃ বেলায়েত হোসেন (মার্কেটিং), মোঃ মঈন উদ্দিন খান (হিসাববিজ্ঞান), ডঃ মোঃ সাঈদ উর রহমান (বাংলা), ডঃ মোসলেহউদ্দিন আহমদ তারেক (লোক প্রশাসন) প্রমুখ।

গোলাপী দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রভাবশালী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক কে এম সাদ উদ্দিন (সমাজবিজ্ঞান), অধ্যাপক ডঃ পরেশ চন্দ্র মন্ডল (সংস্কৃত ও পালি), অধ্যাপক এ কে মনোয়ার উদ্দিন আহমেদ (অর্থনীতি), ডঃ প্রদীপ কুমার রায় (দর্শন), অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী (ইতিহাস), ডঃ আমিনুল ইসলাম (দর্শন), ডঃ মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন (ইতিহাস), সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ (মার্কেটিং), ডঃ সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম (ইংরেজি) প্রমুখ।

এছাড়া জামাতপন্থী সাদা দলের প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন কাজী শামসুদ্দীন মোঃ ইলিয়াস, চৌধুরী মাহমুদ হাসান, মোঃ আতাউর রহমান, ডঃ মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, মোঃ আমিনুর রহমান মজুমদার, ডঃ আবদুর রব প্রমুখ।